| R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD.03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০২ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ৮ই ভাদ্র, ১৪২২
২৬শে আগষ্ট ২০১৫
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

সরাসরি জাকিরের রাজনীতিতে প্রবেশ সব দলকেই ভাবাচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিধানসভা ভোটের মুখে জঙ্গিপুর মহকুমার অন্যতম শিল্পপতি জাকির হোসেন কংগ্রেস থেকে দল ত্যাগ করে তৃণমূলে এলেন। জাকির সরাসরি রাজনীতিতে আসায় গেরুয়া থেকে লাল, সবুজ থেকে নীল,সাদা সব দলই বিশেষ উদ্বিগ্ন। নিজের নিজের ঘর সামাল দিতে প্রত্যেকেই নড়েচড়ে বসছেন। জাকিরের তৃণমূলে যোগদান উপলক্ষে ১ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি ময়দানে এক অনষ্ঠানে শুভেন্দু অধিকারী, মান্নান হোসেন থেকে জেলার অনেক নেতার মুখ মঞ্চে দেখা গেলেও সকলে সক্রিয় ছিলেন না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক বিশিষ্ট নেতা ভবানীপ্রসাদ মণ্ডলসহ সংঘ পরিবারের বেশ কয়েকজন। দুর্যোগের মধ্যে সেখানে তাদের উপস্থিতি দলের অনেককে অবাক করেছে। অন্যদিকে ৬ আগষ্ট জাকির হোসেনের মথুরাপুরের রাইস মিলে এবং অনুষ্ঠানে দ্বিপ্রাহরিক ভোজ সভায় মাংস

(শেষ পাতায়)

সল্টলেকের আতঙ্ক জঙ্গিপুরেও

নিজস্ব সংবাদদাতা : কোলকাতা সল্টলেকে ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ দিনের নারী পাচার চক্র ধরা পড়েছে গত ২৫ জুলাই '১৫। মুম্বাই-এর এক নাবালিকাকে উদ্ধার করতে পুলিশকে বিশেষ বেগ পেতে হয়। এই ঘটনায় কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ শহরেও প্রজাপিতা ঈশ্বরীয় ব্রহ্মাকুমারী বিশ্ববিদ্যালয় রমরমিয়ে চলছে স্থানীয় কিছু ভদ্র পরিবারের মেয়েদের নিয়ে। এদের বেশভূষা, নীতি-আদর্শ এক বলেই মনে হয়েছে সংবাদপত্র পড়ে। খবর, এখানেও নাকি মাঝে মধ্যে অল্পবয়সী মেয়েদের গাড়ীতে আসা যাওয়া করতে দেখা যাচ্ছে। এরা কারা, কি উদ্দেশ্যে এখানে আসে যায় পুরো ব্যাপারটাই রহস্যাবৃত। সল্টলেকের ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর থেকেই এখানকার সংস্থা নিয়ে অনেকের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিচ্ছে বলে খবর। আরও জানা যায়, স্থানীয় এক পরিবার তাদের বসত বাড়ীটি ঐ সংস্থাকে দান করে দিয়ে নিজেরাও সেখানে যুক্ত হয়েছেন। এখানকার বিছু পরিচিত মুখ প্রথম থেকেই ঐ সংস্থায় আসা যাওয়া শুরু করেন। সেই সুবাদে বেশ কিছু যুবতী ও গৃহবধূ 'রাজযোগ' শিখতে বা মানসিকভাবে শান্তি পেতে ওদের বৈঠকে নিয়মিত যোগ দেন। বি.কে.রমন নামে এক মহিলা ঐ সংস্থার পরিচালিকা। পুলিশ বা প্রশাসন গোটা ব্যাপারেই সম্পূর্ণ উদাসীন।

(শেষ পাতায়)

গরু পাচার রুখতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা : মহকুমার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে গরু পাচার চলছেই। রাজ্য প্রশাসনের নাকের ডগায় এই পাচার দিন দিন বুক চিতিয়ে শাসকদলের স্থানীয় নেতাদের অঙ্গুলি হেলনে বাড়ছে। ফলে সীমান্ত বর্তী এলাকায় বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশ ঘটছে এবং স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে যেকোন মুহূর্তে তাদের গণ্ডগোল বাঁধতে পারে বলে সীমান্ত এলাকার মানুষ

(শেষ পাতায়)

এস.বি.আই জঙ্গিপুরের গ্রাহক পরিষেবা

নিজস্ব সংবাদদাতা : উমরপুরের চিনামাটি সামগ্রীর পাইকারী ব্যবসায়ী 'হাফেজ গ্লাস ষ্টোরর্স' এর পরিচালক মনিরুল ইসলাম ২০০৬ এর প্রথম দিকে ষ্টেট ব্যাঙ্ক, জঙ্গিপুর শাখা থেকে ২০ লক্ষ টাকা লোন নেন। তার প্রেক্ষিতে ২৪/৫/২০০৬ ৩ লক্ষ টাকার একটা জীবনবীমার পলিসি ব্যাঙ্কে জমা রাখেন। পলিসিটি মানি ব্যাক হওয়ায় ২৮/৬/২০০৬ এল.আই,সি থেকে জঙ্গিপুর ব্যাঙ্কের নামে ৯০,০০০ হাজার টাকার একটা চেক ইস্যু করা হয়। চেক নং ০০১৯৪৬৮ তাং ১৪/৬/২০০৬, ঐ টাকা ব্যাঙ্ক ৫/৭/২০০৬ ক্যাশ করে নেয়। কিন্তু জমা পড়া টাকার কোন রসিদ মনিরুল ইসলাম আজও পাননি। ৯০,০০০ হাজার টাকার হদিশ করতে দীর্ঘ ৯ বছর ধরে ব্যাঙ্কে ঘুরছেন মনিরুল। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের একই উত্তর--অনেক দিনের ব্যাপার,দেখছি,দেখব, পড়ে আসুন ইত্যাদি। স্রেফ গাফিলতি। অনেকের প্রশ্ন এই টাকাটা ব্যাঙ্কে পড়ে থাকলে আজ কত সুদ হ'ত। এই ধরনের গ্রাহক পরিষেবা অবিলম্বে বন্ধ হোক।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই ভাদ্র, বুধবার, ১৪২২

নদী ভাঙন ও জঙ্গিপুর মহকুমার মানুষ

সিঁদুরে মেঘের আতঙ্ক ঘর পোড়া গরুদের। বাক্যবন্ধটি একটি চিরায়ত প্রবাদ। প্রবাদ প্রবচন হইলেও তাহা অতি বাস্তব। ভুক্তভোগীমাত্রই তাহা জানে, জানে লব্ধ আপন অভিজ্ঞতায়। শঙ্কা আশঙ্কায় দোলাদলচিত্ত তাহাদের। মুর্শিদাবাদের বিশেষ করিয়া জঙ্গিপুর মহকুমার জনপদবাসিদের অবস্থা ঘর পোড়া গরুদের মতই। বর্ষা নামিলে তাহাদের মধ্যে শঙ্কার আথালি পাথালি শুরু হইয়া যায়। এই ভীতি ও আশঙ্কার পিছনে রহিয়াছে তাহাদের বছরের পর বছর ধরিয়া অশ্রুসিক্ত অভিজ্ঞতা। মেঘমেদুর আকাশের কোণে তাহারা দেখিতে পায় সিঁদুরে মেঘের সংকেত।

আমাদের সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে তাহার পরিণতির ইতিকথা তুলিয়া ধরা হইয়াছে। বর্ষা, বন্যা, ভাঙন--পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া আসে--আঘাত করে মানুষের পাঁজরায়, কলিজায়। দিশাহারা হইয়া পড়ে বিভ্রান্ত মানুষ--তাহাদিগকে ছুটিতে হয় নতুন আশ্রয়ের খোঁজে। ভাঙ্ন কবলিত নদীতীরবর্ত্তী মানুষদের এই দৈন্যদশা বহুদিনের। অতীতেও যেমন সমকালেও তেমনি তাহারা হারাইয়া চলিয়াছে তাহাদের রক্ত-ঘাম-চোখের জল দিয়া বাঁধা মাথা গুঁজিবার আশ্রয়টুকু। হারাইয়া চলিয়াছে তাহাদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি। ইহা কতদিন চলিবে তাহা কে জানে? দরিদ্রেরা ভগবানকে ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে নীরব থাকিয়া যায়। অদৃষ্টকে দোষারোপ করে।

বন্যা ভাঙনে মহকুমার মানচিত্র ক্রমাগত পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। অর্জুনপুর, নয়নসুখ,সুজাপুর, বৈকুণ্ঠপুর, ফাদিলপুর ছাড়া ময়া হইতে জলঙ্গী, আখেরিগঞ্জ, রাণীনগর পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ড জুড়িয়া চলিয়া আসিতেছে ভাঙনের উন্মত্ত ধ্বংসলীলা। ভাঙন লইয়া নানা মুনির নানা মত। কাহারও মতে নদীর অগভীরতা। ফলে জলবহন ধারণের ক্ষমতার নূন্যতা। কেহ কেহ মনে করিতেছেন--নদীর গতি পথের পরিবর্তনশীলতা। ফরাক্কা ব্যারেজের ধারণের ক্ষমতা চল্লিশ হাজার কিউসেকের মতো। অনেকের ধারণা বিভিন্ন নদীর জলধারায় এই সমস্যার সৃষ্টি।

বর্ষার শেষে ভাঙনের প্রকোপ বাড়ে। তাই জনমনে আতঙ্ক জাগিতেছে। সাধারণতঃ ব্যারেজের ছাড়িয়া দেওয়া জল এবং তাহার সঙ্গে অতিরিক্ত মাত্রায় বৃষ্টিপাতের জল পলি সঞ্চিত নদীর বুক ভাসিয়া উভয় তীরবর্ত্তী অঞ্চলকে প্লাবিত করিয়া তোলে। বর্তমানে যে ফীডার ক্যানেল আছে তাহা যথেষ্ট জল ধারণের উপযোগী নহে। আরো বেশি মাত্রায় জল ধারণ ও পরিবহনের জন্য ফিডার ক্যানেল দরকার। শোনা যাইতেছে কেন্দ্র সরকার এই অঞ্চলের ভাঙনকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছে। এই ঘোষণা বা স্বীকৃতি শুধুমাত্র কাগুজে ব্যাপার হইয়া থাকিলে চলিবে না। তাহার বাস্তবায়নে সক্রিয় তৎপরতা প্রয়োজন। দীর্ঘদিনের সমস্যার রাতারাতি সমাধান হইবে না তাহা সকলেই জানেন। সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া ভাঙন কবলিত মানচিত্রকে রক্ষা করিবার তৎপরতা আশু প্রয়োজন। ভাঙনের তীরে বসিয়া এই অঞ্চলের মানুষ বিড়ম্বিত জীবন লইয়া প্রহর গুণিতেছে।

রাঢ় বঙ্গের বারোমাস্যা

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

প্রত্যন্ত রাঢ় বাংলার আম, কাঁঠাল, আঁশশেওড়া, জিয়ালা, জাম, বটগাছে ঘেরা এক গ্রাম। ধূলো উড়ছে সড়কে ওপরে শঙ্খ চিল। আধমরা গরু নিয়ে মাঠে বাঁশি বাজায় রাখাল। বৈশাখমাস, তীব্র দাবদাহ। জ্বালিয়ে দিচ্ছে মাঠঘাট। সরকারি টিউবওয়েল ন'টা পাড়া মিলে মাত্র তিনটে। আদিবাসীপাড়ায় তাও নাই। প্রায় সমস্ত পুকুর শুকনো, বাবুদের দীঘির জলেই রান্না, মানুষ ও পশুর তেষ্টা মেটায় অর্ধেক গ্রামের। গাছপালা ও পশুপাখী সব ধুঁকছে। বাগদীপাড়ায় গোলকের বৌ ভর দুপুরে এক পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে দূর মাঠের দিকে চেয়ে চিৎকার করছে ধুলুরে...., ব্যালা গড়িং গেল, ভাত খেং যা ক্যানে...। ধুলু ক'টা ছাগলভেড়া নিয়ে চড়াতে গেছিল, দেড়টার ট্রেণ চলে গেল, বাড়ি ফিরছেনা। মা ডাকছে। সুরটায় কি যে জাদু আছে, কেন যে মনটা উদাস হয়ে যায় মণ্টুর, নিজেই বোঝেনা। মণ্টু নিজের ব্যাপার স্যাপারে নিজেই অবাক হয়ে যায় মাঝে মধ্যে। চতুর্দীঘির পাড়ে বরাবর গ্রামের শবযাত্রা একবার থামে, কাঁধ থেকে নামিয়ে দু'দণ্ড বসে আবার রওনা দেয় ৫ মাইল দূরে গঙ্গাতীরে শ্মশানের উদ্দেশ্যে। তখন ওখানে শেষবারের মত প্রিয়জনকে দেখার সময় বাড়ির মেয়েরা কাঁদে। কত সব বিচিত্র কথা থাকে তাতে। মণ্টুর বেশ মনে পড়ে বছর ক'য় আগের কথা। প্রচণ্ড শীতের সময়। সকালেই ধুলুর বাবা গোলক মারা গেল যক্ষায়। 'বাণিজ্যা বাবুদের' মাহিনদার ছিল সে।

(৩ পাতায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

সাধের ইলিশ সাধ্যের বাইরে

আমরা অনেকেই জানি ওমেগা-৩ ফ্যাট, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস থাকায় ইলিশ মাছ হৃদরোগ, মস্তিষ্ক, চোখ ও স্নায়ুতন্ত্রের অসুখে বিশেষ উপকারী অথচ এই মাছ রঘুনাথগঞ্জ শহরের নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। সাধারণত দেখা যায় বর্ষা ঋতুতে এই মাছের আমদানি বেশী হয় এবং দামও কম থাকে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা এই মাছের যোগান ভালোই থাকে কিন্তু রঘুনাথগঞ্জ বাজারে প্রায় সারা বছরই ৮০০/৯০০ টাকা কেজি বাঁধা দর থেকেই যায়। অবশ্য ৫০০ গ্রামের নীচে (বিক্রয় নিষিদ্ধ) যে ইলিশ পাওয়া যায় তাতে বড় ইলিশের স্বাদ পাওয়া যায়না। ক্রয় ক্ষমতার বাইরে থাকা গুণমানে সমৃদ্ধ এই স্বাস্থ্যকর উজ্জ্বল মাছটির রসস্বাদন থেকে এই শহরের সাধারণ মধ্যবিত্তরা কি বঞ্চিতই থেকে যাবেন। জঙ্গিপুর পৌরসভার প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শান্তনু রায়, রঘুনাথগঞ্জ

আমাদের মত অমত

হরিলাল দাস

আপনি কি হাতি পোষেন? আমি পুষি, আমরা পুষি। আপনিও। সেটি একটি শ্বেতহস্তি -ইংরেজি নাম পার্লামেণ্ট, ভারতীয় নাম- সংসদ লোকমুখে লোকসভা ও রাজ্যসভা। কতো খরচ হয় জানেন? জানবেন কি করে--আপনি টাকা জোগান দেবেন অবশ্যই; কিন্তু হিসেব চাইবার কেউ না। 'কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে-' তবে সেখানে কি হয় তা আজকাল দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, কাগজে পড়া যাচ্ছে। গণতন্ত্রের মুখ রক্ষা। এবারে অধ্যক্ষ সুমিত্রা মহাজন এক কাণ্ড করেছেন, গোলমাল করে সভার কাজ পণ্ড করার জন্য ১৫জন সাংসদকে শাস্তি দিচ্ছেন। ব্যস, এখন সংবিধান নিয়ে বিধান বিতণ্ডা। সব দেখে শুনে বুঝে আমরা বেকুব জনগণ। আচ্ছা একটা কাজ করা যায় না? এবার ভোট এলে আমরা সবাই বলতে পারি না--সাংসদদেরও No work, no pay বিধি চালু করতে হবে?

মহামান্য শীর্ষ ন্যায়ালয়ের জনৈক প্রাক্তন বিচারপতি কাটজু সাহেব, ব্লগে মত প্রকাশ করেছেন--গান্ধি ব্রিটিশের 'চর', সুভাষচন্দ্র জাপানের 'চর'। এই মত প্রকাশের স্বাধীনতা তাঁর আছে। হ্যাঁ। সেই রায় দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টেরই এক বেঞ্চ। এমন স্বাধীনতা সবার আছে মনে করবেন না। আইন আছে, আপনাকে ভুগতে হবে। কাটুজ সাহেব আবার ভারতীয় প্রেস কাউনসিলের প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট। তাঁর এই মত প্রকাশের স্বাধীনতা পুলকিত হয়ে ব্লগার-সাংবাদিকরা নিজেদের বিপদ ডেকে আনছেন। সাবধান। মত প্রকাশের স্বাধীনতা সবার জন্যে সমান নয়।

'যাহা বলিব, সত্য বলিব। সত্য বই মিথ্যা বলিব না'--সবাই জানি এ কতো বড়ো প্রবঞ্চনা। ন্যায় বিচারের নামে এই প্রচলিত প্রথার অনুরূপ বিধান সংবিধানে পালিত হয়। সাংসদ থেকে বিধায়ক সবাই বহু আড়ম্বরে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পালন করেন। আমরা সবাই জানি এই শপথ পালনের পরিণতি কি হচ্ছে। এই বাহ্যিক প্রথাটা তুলে দেয়া যায় না? মিথ্যাচার, ভ্রষ্টাচার, দুর্নীতি, ঘেটলা-কেলেঙ্কারি সবই চলছে যখন তখন শপথ পালনের অনুষ্ঠান কেন? মানুষ অন্ত ত সত্য পালনের নামে এই প্রবঞ্চনায় জর্জরিত হবেন না। যা হবে সরাসরিই হবে।

মনে হতে পারে যে এসব বলে কী হবে! শুনছে কে? হতাশ হবেন না। কেন না শেষ কথা তো বলবেন সাধারণ ভোটদাতাগণই। নিঃশব্দে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার শক্তি হচ্ছে ভোটাধিকার।

সেয়ানে-সেয়ানে

শীলভদ্র সান্যাল

সরকার–সিপিএম, বিজেপি আর কংগ্রেস
পকেটে কিচ্ছু নেই। শুধু ডিস্‌প্রেস।
লাঙ্গুল গুটিয়ে আজ হ'য়ে গেছে 'ল'
একই ব্রাকেটে সব হ-য-ব-র-ল!

বিরোধী– থাম্‌– থাম্‌। করিস্‌না। ভল্ল! বাতুল!
হ-য-ব-র-ল-টা হ'ল তোর তৃণমূল!
জোট ক'রে ভোট করা বুঝে নিয়ে হাওয়া
কংগ্রেস-বিজেপি-র ডালে দোল খাওয়া
তারপর মওকা বুঝে ডিগ্‌বাজি দিয়ে
সবাইকে ধোঁকা দেওয়া গল্প বানিয়ে।
আজ ভাব্‌। কাল আড়ি। কেটে যায়-ঘুড়ি।
এবার খতম হবে তোর জারিজুড়ি।

সরকার– যতই চ্যালেঞ্জ দিবি ওরে বাছাধন!
একটা একটা ক'রে খোয়াবি আসন।

বিরোধী– চ্যালেঞ্জটা এই ছিল–কান পেতে শোন।
মন্ত্রীর গদি হ'তে তাড়াবি মদন।
তা'না ক'রে গায়ে শুধু মেখেছিস কাদা
বাইরে ভাঁওতাবাজি ফটফটে সাদা!

সরকার– থাক্‌। থাক্‌। খুব হয়েছে! নাড়াসনে মুখ!
চৌত্রিশ বছরের দে হিসাবটুক্‌।
হাতুড়িতে দিয়েছিস এমন বসান্‌
সোনার বঙ্গভূমি হয়েছে শ্মশান।
আমরা ক্ষমতা পেয়ে বৎসর চার।
হাসপাতালের বেড পঁচিশ হাজার
বাড়িয়েছি জেনে রাখ্‌ ওরে নিন্দুক!
শুধু শুধু তাল ঠুকে বাজাসনে-বুক।

বিরোধী– ও শুধু কথার কথা। বুঝিনা কি ওরে!
মিথ্যার শিরোমণি! চেনেনা কে তোরে।
কোথা কত বেড হল––কেউ তা জানে না
এ-সব সাফাই আর কেউ যে মানে না।
আজকে কুকুর শুয়ে থাকে বিছানায়
ডায়ালিসিস্‌-টা হয় কেবিনে সেথায়!
দায়িত্ব নিয়ে নার্স হায় নিশিরাতে
সদ্যোজাতের বুড়ো আঙুলটা কাটে।

সরকার– পাঁচটা 'ডি' চাই আমি––ডেভেলপমেন্ট
ডিভোসন, ডিসিপ্লিন–সেন্ট পার্সেন্ট
তার সাথে জরুরি ডিটারমিনেসন্‌
ডেডিকেসন-টা লাস্ট প্রেস্‌ক্রিপসন্‌।

বিরোধী– আরে! আরে! রাখ্‌ তোর যত সন্‌ সন্‌।
তোর 'ডি'-এ হয় শুধু ড্রেস্‌ট্রাকসন্‌।
পাবলিক, পরিগ্রাহী চিৎকার করে
এই ক'বছরে প'ড়ে তোর খপ্পরে।

সরকার– থামা দেখি লেকচার। এটা জেনে রাখ
চাকরি দিয়েছি উনচল্লিশ লাখ।
তোদের দৌড়টা কত, সব গেছে জানা
আমরা গড়েছি শিল্প কলকারখানা।

বিরোধী– এত বড় মিছে কথা! ছি-ছি! শেম! শেম!
সব্বাই জানে তোর সব গট–আপ-গেম।
এই যে শিল্প আনতে সিঙাপুরে গেলি
সেখানে তো কলা খেয়ে শিক্ষা ফুঁকে ত্রালি!
সব ঢু-ঢু। সব ভোঁ-ভাঁ! সব ঢনঢন।
এখন আবার ঘুরে এলি লণ্ডন।
বন্যা। ঘূর্ণিঝড়। শিয়রে শমন।
ওদিকে শিল্পের নামে প্রমোদ–ভ্রমণ।
বানভাসি খায়-সব-নাকানি-চোবানি
এদিকে নবান্ন-এ তোরা খাস বিরিয়ানি।

সরকার– আমরা টীচারদের দেব সম্মান
শিক্ষায় চলবেনা-কোনও অপমান।

বিশ্বজনের কবি

অপর্ণাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী

বৃষ্টিজলে ভিজে গেছে সকাল বেলার রোদ
ঘাসের মাথায় শ্যামল মেদুরতা
এই শ্রাবণে চিত্তবনে বাজছে যে সরোদ
বিশ্বকবির প্রয়াণ বিধুরতা।

রৌদ্র ঝাঁপায় রৌদ্র লাফায় বৃষ্টি ভেজে পাখি
টপকে ঢোকে সিক্ত রোদের আলো
গাছের পাতায় আটকে গিয়ে ঝুলছে যে বাদবাকি
বাতাস পেয়ে মাটিতে ফসকালো।

চলে গেছো তিয়াত্তরটি বছর হ'ল পার
কবি তুমি ত মর্ত্যের দেবতা
সবার জন্য প্রসারিত তোমার পূজার দ্বার
মৃত্যু তোমার বাজায় বিষন্নতা।

দীপ্যমান আজও তুমি তাই ত তুমি দেব
দীপ্ত তুমি চিত্ত গগন মাঝে
তোমার জন্য যাবৎ স্তুতি সমস্তই সংক্ষেপ
ঋষি তুমি জ্ঞান-তাপস সাজে।

ঋষি তুমি কবি তুমি দেবও তুমি রবি
কিন্তু তুমি স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত
জনগণেশের মধ্যে তুমি জন জনার্দন
মনুষ্যত্বে সবার অন্বিত।

মর্তমাঝে স্বর্গ-গড়ায় তুমি কারিগর
দেহ ধরেই প্রেমও দেহাতীত
সারস্বত সাধন পথে তুমি ঋষিবর
জীবনমন্ত্রে করেছ দীক্ষিত।

আনন্দরূপের অমৃতবাণী বিশ্বে প্রকাশিত
কবির কাব্য সেই বাণীতেই গড়া
তোমার কথা বলা কবি এখানে বাঞ্ছিত
দেহের পাত্রে জমে পীযূষ ধারা।

মানব প্রেমের মন্ত্র তোমার মহামিলন বাণী
ঋষি তুমি বিশ্বজনের কবি
তোমার বিচার করুন তিনি সাজুন দণ্ডপাণি
কবি তুমি বিশ্বজনের রবি।

কারণ ছাড়া কার্য হয়না এই ত ন্যায্য কথা
কোথায় বধূ অ-কারণে কাঁদে?
যিনি জানেন তিনিই জানুন তিনিই বুঝুন একা
জীবন চলুক নিজস্ব আস্বাদে।

বিরোধী– তারই আকছার কত পেয়েছি প্রমাণ
স্যারদের ঝাড় দিয়ে রেখেছিস মান।
বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজে
লঙ্কাকাণ্ড করেছিস্‌ আপনার-লেজে।
আচ্ছা––ও-সব থাক। বল্‌ দেখি খুলে-
এস-এস-সি-এক্‌জাম কেন আছে ঝুলে?

সরকার– স্ব-জন পোষণ আর লেলিয়ে ক্যাডার
বাংলাটা করেছিস–তোরা ছারখার।
সে সব ভাবলে আজুও গায়ে দেয় কাঁটা।
মুখ পো! মুখে তোর এই মুড়ো ঝাঁটা।

বিরোধী– পুরনো কাসন্দি ঘেঁটে লাভ নেই আজ
বাংলার জন্য কিছু ক'রে দেখা কাজ!
নইলে সবাই ফের ফেলে দেবে ছুঁড়ে
ভুল বুঝে, পথ-খুঁজে, ওই আস্তাকুঁড়ে।।

রাঢ়ের .....(২ পাতার পর)

লকড়ীর ব্যবস্থা তারাই করে ছিল, হাতে দিয়েছিল গোটা কুড়ি টাকা। সেবার ঐ দীঘির পাড়ে গ্রামের বাইরে বাবার দেহটা নামালে তার মা কাঁদছে আর বলছে–– তুমি বুল্যাছিল্যা তেঁতুল দিং ময়া মাছের টক খাবা তাও দিতে পারলাম না গো...! ওগো তুমার মেজো বিটিকে তার ভাতার তাড়িং দিয়্যাছে তুমি একবার দেখে যাও গো.....। বুক যেন ফেটে যায় সে কান্নায় মন্টুর। সবার অলক্ষ্যে চোখের জল মোছে। বাবার বুকের উপর পরে পাগলের মতো কাঁদছে ধুলু আর তার চারবোন। এবার রুহিদাস চৌকিদার কাকা তাড়া দেয়––ল্যাও ল্যাও, আর দেরী লয়। ফিরতে রাত হোঙে যাবে। ধুলুদের সড়িয়ে মরা তুলে রওনা দেয় সবাই। দেখতে দেখতে রেল লাইন পাড় হয়ে বাঁক নিতেই ধুলু বাদে মেয়েরা ফিরে আসে গ্রামে। মন্টু ধুলুকে নিয়ে তার বাড়ি অবধি পৌঁছে দেয়। সে তার সহপাঠী। সন্ধি মাষ্টার, দ্বিজেন মাষ্টার খুব ভালোবাসেন ধুলুকে। তার শান্ত স্বভাব আর হাতের লেখার জন্যে। পুকুরে স্নান করে বাড়ি ঢোকে। সবাই হাঁ হাঁ করে উঠোনেই দাঁড় করিয়ে তার গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেয়। মন বড় উতলা মন্টুর। সন্ধ্যে বেলা সাহানাপাড়ায় খোল করতালের শব্দ। গোটা বৈশাখ মাস নগরকীর্ত্তন বের হয়। গোটা ১৪/১৫ লোক ধুতি পরে খানদুয়েক খোল বাজিয়ে গ্রাম ঘোরে। তাদের কেউ কেউ আবার তাড়ি খেয়ে খুব লাফায়। মন্টু ২/১ দিন গেছিল ওদের সঙ্গে। তাড়ির গন্ধে পালিয়ে আসে। খুদু মোড়ল গান ধরে––যমুনার কোল আলো করে দাঁড়ায়ে আছেরে....। মা হারিকেন নিয়ে বের হন মাথায় ঘোমটা দিয়ে। পড়া বন্ধ করে মন্টু উঠে যায়। মন্টুদের বাড়ির কাছেই কতকালের এক শিব মন্দির। ওরা সেখানে পালা শেষ করে নতুন করে গান ধরে। আস্তে আস্তে দূরে চলে যায় লণ্ঠনের আলো, বিন্দুর মত দেখা যায়। ভেসে আসে খোলকরতালের সঙ্গে গানের সমবেত সুর––শ্রীবাস অঙ্গন মাঝে কে বা নাচে রে.....।' মা বাবা রাস্তায় লুটিয়ে প্রণাম করে। সব বাড়ি থেকেই এই ব্যাপারটা হয় সারা মাস। এ ভারি মজার ব্যাপার। কতক্ষণ পড়া থেকে রেহাই। সামনের জৈষ্ঠ্য মাসের প্রথম দিকে এক দুপুরে হবে ধুলোট। সেও দারুণ ব্যাপার। আগের দিন সবাই যে যা পারে আজিমগঞ্জে না হয় সাগরদীঘিতে ফলের বাজার করে আনবে সঙ্গে কদমা, বাতাসা। বেলা ৯টা নাগাদ সবাই ধুতি, গেঞ্জি আর গামছা নিয়ে বের হবে। উদ্দাম নৃত্য আর জমাট কীর্তন। সেদিন যেন বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস। পড়ার ছুটি। মেয়েরা ছুঁড়ে দিচ্ছে কাটা ফল, তরমুজ, শসা, আম, বাতাসা-আর ছেলেরা লুফে নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, কীর্ত্তনের দিকে থোড়াই মন। অনেকে গামছায় ভালই স্টক করে নিয়েছে। এর মধ্যেই পালাদার বিশু কাকার নেংটি কে যেন টেনে খুলে দিয়েছে। আর যাবে কোথায়। শান্ত মানুষটা ক্ষেপে লাল। কে আবার দই আর হলুদ এনে সবাইকে মাখিয়ে দিল কপালে। আনন্দের শেষ নাই। বরাবর গম্ভীর, গ্রামের মাথা মুখুজ্যে বাবুকেও টেনে নামানো হল। জাতপাতের কোনও বালাই নাই। পার্টি দল কিছু নাই। নির্মল আনন্দে ভাসছে গোটা গ্রাম। মেয়েরা দরজায় দরজায় উলু দিচ্ছে, শাঁখ বাজাচ্ছে। দক্ষিণ পাড়ার দলে আবার

(৪ পাতায়)

সল্টলেকের আতঙ্ক.....(১ পাতার পর)

কিছু অঘটন ঘটে গেলে যারা এলাকার মানুষকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছেন ঐ সংস্থায় তারা কিন্তু পার পাবেন না। কম্যুনিষ্ট নেতা প্রদীপ নন্দী বা বিনয় সরকার যে ভূমিকা নিয়েছেন, পরবর্তীতে দায় কিন্তু তাদের নিতেই হবে। এ ধরনের গুঞ্জন শহরময় ঘুরছে। কয়েকমাস আগে এই সংস্থার বিরুদ্ধে বহরমপুর চুয়াপুরের জনৈক সমীর রায়ের লেখা আবেদন ও হ্যাণ্ডবিলে সংস্থার পরিচালিকা বি.কে. রমনের কেচ্ছা ও কুকীর্তির কথা ডাকযোগে এলাকার বহু সচেতন মানুষের কাছে, সংবাদপত্র কার্যালয়ে পৌঁছায়, যা এলাকার মানুষকে বিচলিত করে। এই সংস্থা প্রসঙ্গে পুলিশী হস্তক্ষেপ ও তদন্ত বিশেষ প্রয়োজন। কেউ কেউ মন্তব্য করেন–চিটফাণ্ড টাকা নিয়ে পালিয়েছে, মেয়ে বৌ নিয়ে পালালে সে ক্ষতি পূরণ হবে কি ?

গরুপাচার.....(১ পাতার পর)

মনে করছেন। চোরা চালান বন্ধে বি.এস.এফের জিপ রাতে সীমান্ত এলাকায় টহলদারির ফলে কিছুটা হলেও 'খুল্লামখুল্লা' ভাব কমেছে। স্থানীয় প্রশাসন তৎপর হলে পাচার অচিরেই বন্ধ হয়ে যেত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর কড়া শাসানীতেও জেলাশাসক এবং জেলার প্রশাসনিক কর্তাদের টনক নড়েনি। ফলে এলাকার মানুষ দলমতনির্বিশেষে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি পাঠাচ্ছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

রাঢ়ের .....(৩ পাতার পর)

মানুপণ্ডিত তার হারমোনিয়াম ঘাড়ে বেঁধে গায়ছে। আমরা হেরে গেলাম যেন তাদের কাছে, আসছে বার আমরাও ঐরকম করব ভাবছে মণ্টুরা। বাবার তো হারমোনিয়াম আছেই। এই বয়সেও কি সুন্দর গাইতে পারেন বাবা, মণ্টু ভাবে। যাত্রার সময় মণ্টুর বাবাই তো বিবেকের গান গেয়ে থাকেন। ছায়া সুনিবিড় গ্রামগুলোয় সেদিন কত শান্তি, কত ভালোবাসা, কত সহমর্মিতা ছিল––যা আজ স্বপ্ন। এত শিক্ষা আর সভ্যতা শুধুই রাজনীতি আর হিংসা আর অবিশ্বাসেরই জন্ম দিলো ! মণ্টুর সামনে সিনেমার মতই সব ছবি ভেসে ওঠে আজো পঞ্চাশ বছর পরেও! সে সময়ে অভাব ছিল পেটে, মনে নয়। আজ মনের অভাব, ঐদিন কি আর ফিরবে না ? (চলবে)

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জাকিরের রাজনীতি.....(১ পাতার পর)

ভাত খেয়ে এলেন কংগ্রেসের সমীর পণ্ডিত, বিকাশ নন্দ, মফিজুদ্দিন সেখসহ কয়েকজন। পুরসভার বিরোধী নেত্রী শান্তা সিংহ বাদে এরা সকলেই কিছু দিনের মধ্যে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন। এ রকমই খবর। এমনও শোনা যাচ্ছে––কংগ্রেস বিধায়ক এবং বিরোধী দলনেতার সুবাদে নানা সুবিধাভোগী বর্ষিয়ান নেতা মহঃ সোহরাবের আশীর্বাদ নিয়েই নাকি জাকির হোসেন দলবদল করেছেন। আর সেই জন্যই নাকি সোহরাব সাহেব শরীরের দোহাই দিয়ে আর প্রার্থী হচ্ছেন না। রটেছে প্রণব মুখার্জীর মেয়ে নাকি ঐ সিটে লড়বেন। সম্ভবতঃ এটাও গুজব। কেননা চটজলদি বিশেষ করে গঙ্গার পশ্চিমপারে এই দলের অস্তিত্ব সংকটও দেখা দিতে পারে। কিন্তু জাকিরকে যেভাবে ফলে ফুলে ভরে দিয়েছিলেন প্রণববাবু, তারপরে এই দলবদল বিশেষ রিএ্যাক্ট করেছে কংগ্রেসীদের মধ্যে। তাই কারো কারো ধারণা এটাই জাকিরের বিরুদ্ধে মাষ্টার ষ্ট্রোক হতে পারে অধীর চৌধুরীর। ম্যাকেঞ্জিতে ১ আগষ্টের মঞ্চে সাগির হোসেন, রঞ্জন ভট্টাচার্য্য, উৎপল পাল, মহঃ ফুরকান উপস্থিত থাকলেও মান্নান হোসেন তাদের বক্তৃতার সুযোগ দেননি। সুব্রত সাহা বক্তৃতার সুযোগ পেলেও তার কোন জৌলুস ছিল না। তার অবস্থা এখন নিজে বাঁচলে বাপের নাম। সাগরদিঘী কেন্দ্রে সুব্রতর মনোনয়ন নিয়েও নানা জল্পনা চলছে। সেখানে মুসলিম প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও করতে পারে। সিপিএমের দূর্গ জঙ্গিপুর পুরসভাও না হাতছাড়া হয়ে যায়। এ ব্যাপারে জাকির সাহেব নাকি সেখানেও চমক দেবেন। শহরে গুঞ্জন ১০ কোটির প্যাকেজ রাখা হয়েছে পুর প্রধান ও ১০ জন বাম কাউন্সিলারের সামনে। যদিও পুরপতি মোজাহারুল সাহেব হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন সে খবর। এই পরিস্থিতিতে চিন্তার ভাঁজ মৃগাঙ্কবাবুদের কপালে পড়তেই পারে। রাজনীতি সচেতন কেউ কেউ মনে করেন–– পুর নির্বাচনে টাকা ছিটিয়ে ব্যক্তির জয় হয়। কিন্তু বিধানসভায় ব্যক্তির বিচার হলেও দলের সংগঠন চাই। টাকা দিয়ে সব হয় না। প্রণব মুখার্জী টাকা যেমন ব্যয় করেছিলেন তেমনি শক্ত হাতে অধীর চৌধুরী সব দিক সামলেছিলেন একাধিক বিধায়ক দিয়ে। এবার জঙ্গিপুরে জাকির হোসেন তৃণমূলের প্রার্থী হলে সোহরাব সাহেব দলের কাছে অন্য সুর গাইবেন কিনা লাখ টাকার প্রশ্ন। যদি তাই হয় তাহলে পুরোনো কর্মীরা তাঁর কথা শুনবে না। এছাড়া অধীর চৌধুরী ওয়াকওভার দেবার লোক নন। সিপিএমও ভালো প্রার্থীর খোঁজে আছে। পাশাপাশি গেরুয়া শিবিরও বিশেষ চমক দিতে পারে প্রার্থী বাছায়ে।

অনিবার্য কারণে ১৯ আগষ্ট '১৫ সংখ্যার পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। –প্রকাশক

বিদেশি বন্দুক বিক্রয়

w.w Greener (বার্মিংহাম, ইংলণ্ড) নির্মিত একটি একনলা বন্দুক নিখুঁত অবস্থায় বিক্রি আছে। আগ্রহী লাইসেন্সধারী ক্রেতা সত্বর যোগাযোগ করুন।

অধ্যাপক অনুপ ঘোষাল
মো ঃ ৯৪৩৪১২৫২০০ (সকাল ৭টা থেকে রাত ৮টা)

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
আমরা ক্রয়ের উপর ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড গ্রহণ করি
গহনা ক্রয়ের উপর ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।